হকার উচ্ছেদ রেশ পুজোর

দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে প্রায়। মা আসবেন এই আনন্দ বেসুরো লাগেছে সাধারণ মানুষের কাছে। হকার উচ্ছেদ শুরু হওয়া তার কারণ।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সান্দেশ

ফাইন আর্টস-এর রং বদলে প্রতিবাদ

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর বিতর্কিত গেরুয়া রং সরিয়ে পুনরায় সাদা রঙে বদলে দিলেন শিল্পী-সমাজ।

Monthtly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 8 ● August 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

স্বাধীন, কিন্তু ইতিহাসে আজও উপেক্ষিত

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম আমরা স্কুল সিলেবাসে পাই। যেমন, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি। নিশ্চই এঁদের স্মরণ করতেই হবে। কিন্তু বহু বীর সংগ্রামী আছেন যাঁদের নাম বই এর পাতায় জায়গা করে নিতে পারেনি।

৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে নেতাদের মুখে এখনো সেই সব নাম শোনা যায় যাদের উল্লেখ লেখার শুরুতে আছে। যাঁদের নাম আছে বই এর পাতায় তাঁদের অসম্মান নয় কিন্তু অগণিত দেশপ্রেমিক আছেন যাঁদের রক্তে ভিজে স্বাধীনতার মাটি আরো বেশি পবিত্র হয়েছে তাঁদের নাম বর্তমান সমাজ বা প্রজন্ম জানেনা। জিজ্ঞেস করুন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত মহিলা বিদ্রোহ কোথায় হয়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ প্রথম কোথায় হয়েছিল, টেঙাখারি তেহেসিলদার কে, অসমের নবীনচন্দ্র বরদলই, তরুণরাম ফুকন কেউ চেনেইনা। এছাড়া,

* **কনকলতা বড়ুয়া:** মাত্র ১৭ বছর বয়সে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি। আজ সেই পতাকা কোথাও কোথাও পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে রাজনৈতিক আখের গোছানোর জন্য।
* **দুর্গা দেবী ভোহরা:** এই অগ্নিকন্যা বিপ্লবী ভগৎ সিংকে লাহোর থেকে ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।
* **রানী গাইদিনলিউ:** ১৩ বছরের কিশোরী মণিপুরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নাগাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ১৪ বছর করাবাস হয়।
* **সীতারাম রাজু :** রম্পা বিদ্রোহের

ছবি : সংগৃহীত

মহানায়ক তিনি। আদিবাসী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

* **কর্তার সিং সরাভা:** ১৯ বছর বয়সে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়।
* **বাজি রাউত:** ভারতের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ। ব্রিটিশ সৈন্যদের নদী পারাপার এ সহমত না হওয়ায় নৌকোচালক বীর বিপ্লবী কে হত্যা করা হয়।

বেগম হজরত মহল যাঁকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মা বলা হয় তিনি ছিলেন হিন্দু - মুসলমান ঐক্যের প্রতিভূ।

সেনাপতি বাপাত, পত্তি শ্রীরামুলু, তারা রানী শ্রীবাস্তব এঁদের নাম ভারতের মানুষ জানেননা।

স্বাধীনতা মানে দুপুরে জমিয়ে খাওয়া আর রাতের অন্ধকারে মাদক সেবন করে ছুটি কাটানো। অবশ্য সাত সকালে পাড়ার নেতা বাজারে যাওয়ার আগে নিজের অঞ্চলে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ সঙ্গী নিয়ে ভারতের পতাকা লোহার রড বা বাঁশের মধ্যে দড়ি বেঁধে কয়েকটা ফুল ছিটিয়ে " বন্দেমাতরম " কয়েকবার গায়ের জোরে চিৎকার সহ দেশভক্তি দেখিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। নির্দিষ্ট কোনো দল নয়, সব দলের এক চিত্র। পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কার্যালয় দপ্তরে রাতে দলীয় পিকনিক স্বাধীনতা দিবসে হয়ে থাকে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই। রং বদল হলেও চরিত্র বদল হয়নি।

আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কি সত্যি স্বাধীন? বিপ্লবীদের নাম ই তো জানিনা। ইতিহাস পড়িনা। ঝান্ডা নিয়ে লেকচার দিয়ে বাজিমাত। সব ঝান্ডাবাজ সাধারণত ধান্দাবাজ। দুই একজন প্রবীণ আছেন যাঁরা স্বাধীনতার মর্যাদা দেন ও মনে মনে স্মরণ করেন বীর বিপ্লবীদের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করে। সেই সংখ্যা বিলুপ্তির পথে।

বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এত ক্ষোভ কেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর মানুষ স্বস্তিতে ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে নানান জায়গা থেকে দুর্নীতির খবর জানতে পারছে রাজ্যবাসী। মাত্র তিন মাস কয়েকদিন। তার মধ্যেই কলকাতা, সল্টলেক, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় চলছে 'কাটমানি' 'তোলাবাজি' এর মত অভিযোগ। এর ফলে তীব্র গণক্ষোভ তৈরী হয়েছে। অভিযোগে সাধারণ মানুষ বলছেন, জামানা বদল হলেও তোলাবাজি সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি। সূত্রের খবর অনুযায়ী বেহালা সরশুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিট্টু সরকারের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মল্লিকপুরে এক প্রোমোটার অভিযোগ করেছেন তার কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা তোলা চাওয়া হয়েছে এবং দিতে অস্বীকার করায় বিজেপি নেতা দিলীপ মণ্ডল প্রোমোটারের বাড়ি, অফিস ভাঙচুর চালিয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের বি এল

ছবি : সংগৃহীত

এল আর ও অফিসে কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা দাবি বিজেপি নেতাদের। বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

বালি বোঝাই ট্রাক আটকে জোর করে টাকা আদায়ের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় বিজেপি নেতা রাকেশ মাজি শোনা যাচ্ছে গ্রেফতার হয়েছে। ঘটনাটি পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায়।

এছাড়া উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়মিত তোলা আদায় এর অভিযোগ উঠে আসছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি জনগণের ক্ষোভ সামাল দিতে ২২ জনের বেশি বিজেপি কর্মীকে সাসপেন্ড করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিজেপি কর্মীদের শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তোলাবাজি বরদাস্ত হবে না বলে জানিয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মহাশয়।

কিন্তু নির্বাচনের আগে থেকেই তো বিজেপির নেতা-নেত্রীরা গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে জনসমক্ষে বারবার বলেছিলেন কোনো দুর্নীতির লেশ থাকবে না রাজ্যে। তারা ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ 'সোনার বাংলা' হবে। আদৌ কি সম্ভব? প্রশ্ন থাকছে জনগণের। জনগণ কি তাহলে ভুল করলো তাদের ক্ষমতায় এনে? যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের দাম থেকে শুরু করে সব কিছুই আকাশ ছোঁয়া এতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ দিন চালাবে কি করে। আমরা অপেক্ষায় থাকি। সময় উত্তর দেবে। এছাড়া সাধারণ মানুষের কিছুই করার নেই।

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-8 ● August 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

বর্তমান বছরে এখনো অব্দি ভালোই বর্ষা হচ্ছে। চাষ-আবাদ আশা করা যায় ভালো হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মাস মাইনে বা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ চিন্তায় পড়েছে। সব কিছুর আকাশ ছোঁয়া দাম। নুন-ভাত ও জুটবেনা ভালো রোজগার না করলে।

কাজেই ছোটো খাটো চোর- ছ্যাঁচোরের উপদ্রব বেড়েছে। মোবাইল চুরি তো যখন তখন।

তা সে যাই হোক আমরা এগিয়ে চলেছি। খবরের কাগজের সঙ্গে ওয়েবসাইট শুরু হচ্ছে। নিজেদের আপডেট রাখতে এই পথে চলতে শুরু করলো 'প্রথম সন্দেশ'।

আপনারা ফলো করুন আমাদের সাইট। পাঠকরা তাঁদের মত - অমত আমাদের জানান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই ইচ্ছা ।

বাংলা চলচ্চিত্রে 'খেলা' বাঙালির অনন্য আবেগ

মায়া চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সিনেমা বাঙালির অতি প্রিয় বিনোদন। আর সেই সিনেমায় যদি 'খেলা' বিশেষ চরিত্রের রূপ নেয় একেবারে সোনায় সোহাগা। খেলাকে কেন্দ্র করে সত্তরের দশকের আগে থেকেই নির্মিত হয়েছে কালজয়ী সিনেমা। ইংরেজি করলে স্পোর্টস ড্রামা বললেও বলা যায়।

বাংলা চলচ্চিত্রে বাঙালির সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, সামাজিক সংগ্রাম এবং ব্যক্তিগত আবেগের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে একটার পর একটা সিনেমায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বাঙালির আত্মমর্যাদার লড়াইকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ফুটবলকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেলুলয়েডে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে পাঠকদের বুঝতে হয়তো সুবিধা হবে। যেমন: এগারো, দ্যা ইলেভেন ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক আই.এফ.এ শিল্ড জয় ও মোহনবাগানের ব্রিটিশ বধের গল্পে আধারিত সিনেমা অরুণ রায় পরিচালিত এই ছবি। ধ্রুব ব্যানার্জী পরিচালিত 'গোলদাজ' ছায়াছবি ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবন আধারিত। আবার অন্যদিকে খিজির হায়াত খানের 'জাগো' এবং রায়হান রাফির 'দামাল' স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অবদান ও আত্মত্যাগের গল্প ফুটিয়ে তুলে সিনেমার অর্কাইভে ছাপ রেখে গেছে।

এছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রাম বা গ্রাম বাংলার পটভূমিতে তৈরী হয়েছে একাধিক ছবি। বিজয় বসু পরিচালিত 'সাহেব' ছবি সত্তরের দশকে বাংলা সিনেমায় আলোড়ন ফেলেছিল।

ছবি : সংগৃহীত

আটপৌরে বাঙালি গেরস্ত জীবনের সঙ্গে ফুটবল-এর কিছু অংশ গল্পে স্থাপন করে সংবেদনশীল বাংলার পরিচয় বহণ করেছে এই ছায়াছবি।

বিখ্যাত সিনেমা 'কোনি'। মতি নন্দীর গল্প ও তরুণ মজুমদারের পরিচালনায় বাংলা ক্রীড়া চলচ্চিত্রের এক মাইলফলক। সাঁতারের ট্রেনার এর সেই ডায়ালগ 'ফাইট কোনি ফাইট' আজও অমলিন।

কমেডি ছবি করেছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার 'ধন্যি মেয়ে' সিনেমায়। সত্তরের দশকে এই ছবির গান সুপারহিট হয়েছিল। গ্রামীণ বাংলার ফুটবল উন্মাদনা ক্লাসিক পরিবেশন বাংলার মানুষের কাছে।

বর্তমান সময়ে এই ধরণের ছায়াছবি হচ্ছে, হবেও। তবে পুরোনো বাংলা সিনেমার ফ্লেবার আলাদা। যদিও নতুন প্রজন্ম হয়তো সেই ফ্লেবার পছন্দ না-ও করতে পারে। কিন্তু যাঁরা পুরোনো দিনের বাংলার নগরবাসী তাদের অদ্ভুত আনন্দ হয় এই ছবি দেখলে। কারণ এই ধরণের চলচ্চিত্রে নিছক খেলা দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক লড়াই এবং মনস্তাত্ত্বিক মুক্তির আলাদা স্বাদ ছবির অন্যতম ইউ এস পি।

হকার উচ্ছেদ রেশ কি পুজোর আগে থাকছে

রিতা রায়, কলকাতা: কলকাতা শহর এবং জেলায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে প্রায়। বিভিন্ন জেলায় বর্ষার দাপটে মানুষ বিপর্যস্ত, তবু মা আসবেন এই আনন্দের মনের কোণে উঁকি দেয়। ফুলফর্মে বাজার-দোকান শুরু না হলেও কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে ভিড় চোখে পড়ছে।

কয়েক মাস আগে গড়িয়াহাট থেকে হাতিবাগান বেশ বেসুরো লেগেছে সাধারণ মানুষের কাছে। হকার উচ্ছেদ শুরু হওয়া তার কারণ। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পালাবদলের পর একের পর এক নিয়ম, নীতি চালু করেছে রাজ্য সরকার। হয়তো ভালোর জন্য। কিন্তু হঠাৎ হাতিবাগান, শ্যামবাজার, মানিকতলা, গড়িয়াহাট ইত্যাদি ফুটপাতের জামাকাপড়সহ অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবসা তো বহু পুরোনো। হ্যাঁ। পথ চলতি মানুষের অসুবিধা

ছবি : সংগৃহীত

হয়।

এইরকম অসুবিধা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে নোটবন্দি থেকে শুরু করে আজ এই লিংক, কাল ওই লিংক, পরশু সেই লিংক এসবেও অসুবিধা শুধু নয় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। পুনর্বাসন দিয়ে হকার ওঠানো কি খুব অনুচিত কাজ? যুগের পর যুগ, বংশ-পরম্পরায় ব্যবসা করেছে কলকাতা শহরে। হুট্ করে সব ভেঙেচুরে একাকার।

কোনো বাজারে মা তার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে কিছু খাবার বিক্রি করেন, যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন কম পয়সায় ওই খাবার পকেট-ফ্রেন্ডলি। তাকেও চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে দিয়েছে মহিলা পুলিশ।

দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ব্যবসায়িক মন্দা ও হকারদের জীবিকার সংকটের কথা মাথায় রেখে আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য পুজোর বাজারে বাধা থাকছে না।

উৎসবের মরসুমে ব্যবসা স্বাভাবিক গতিতেই চলবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

প্রথম সন্দেশ

"প্রথম সন্দেশ" সংবাদপত্রের জন্য সংবাদকর্মী চাই।

আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন 9836765148 এই নম্বরে

সকাল 12 থেকে দুপুর 3 টের মধ্যে।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ইডেন গার্ডেন্সে রঙের ছোঁয়া

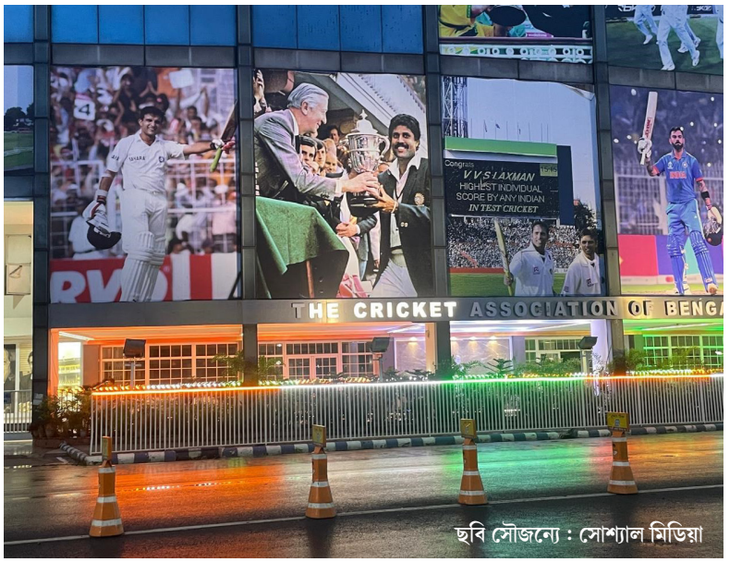

ছবি সৌজন্যে : সোশ্যাল মিডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: নীল জার্সিতে আবেগ, তেরঙ্গায় গর্ব—আইকনিক ইডেন গার্ডেন্সে 'হর ঘর তিরঙ্গা'। নীল জার্সিতে মাঠে নামার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে অদম্য আবেগ। দেশের তেরঙ্গা পতাকার গেরুয়া, সাদা ও সবুজ—এই তিন রঙের প্রতি থাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এক কথায় – দেশপ্রেম। সেই আবেগ, সেই দেশাত্মবোধ ও ক্রিকেটের উন্মাদনাকেই একসূত্রে বাঁধল কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্স।

'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে সামনে রেখে আইকনিক ইডেন চত্বর হয়ে উঠল জাতীয় গর্বের এক অনন্য মঞ্চ। ক্রিকেটের প্রতি প্যাশন যেমন বাঙালির রক্তে, তেমনই তেরঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিটি ভারতীয়র হৃদয়ে। সেই দুই আবেগের মেলবন্ধনেই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইডেনের সবুজ গালিচা।

মাঠে আমরা খেলি বুকের সমস্ত আবেগ উজাড় করে। আর দেশের পতাকা যখন আকাশে ওড়ে, তখন সেই মুহূর্তে গর্বে মাথা উঁচু হয়। নীলের সঙ্গে মিশে যায় গেরুয়া, সাদা ও সবুজের অনির্বচনীয় গর্ব।

ইডেন গার্ডেন্স সাক্ষী থাকল সেই বার্তার—খেলার প্রতি প্যাশন, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তেরঙ্গাকে বয়ে নিয়ে চলার অঙ্গীকার। ক্রিকেটের শহর কলকাতায় 'হর ঘর তিরঙ্গা' পেল তাই এক আবেগময়, গর্বের রূপ।

ফাইন আর্টস-এর রং বদলে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোড এর একাডেমি অফ ফাইন আর্টস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যামিনী রায়ের দুর্লভ শিল্পকর্মের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এখানে। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর বিতর্কিত গেরুয়া রং সরিয়ে পুনরায় সাদা রঙে বদলে দিলেন শিল্পী - সমাজ।

বর্তমান বছরের ১২ জুলাই একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর মূল গেটের পাশে টিকিট কাউন্টার ও নিরাপত্তা রক্ষীদের ঘর আচমকা গেরুয়া করা হয় এবং পাশে ভারতমাতার ব্যানার ঝোলানো হয়। সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী আঙিনায় রাজনৈতিক রং লাগানোর বিরুদ্ধে সরব হন নাট্যজগতের প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্বগণ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ক্ষুব্ধ শিল্পীরা নিজেরাই হাতে রং ও ব্রাশ তুলে সাদা রং করতে থাকেন। কলকাতা শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে নীল-সাদা যেমন বেমানান প্রমান করেছে জনগণ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর ঘটনার অভিমুখ কি সেই দিকে?

ছবি : সুফল ভট্টাচার্য

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সদস্যারা সাংবাদিক সম্মেলনে ফিফার ট্রান্সফার ব্যান প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা করেন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সংগঠন এর ওয়াসিম আকরম সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ক্লাবের বর্তমান ফুটবলারদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ এবং ফিফার ট্রান্সফার ব্যান প্রত্যাহার এরপর প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি ও ছাড়পত্র ক্লাবের হাতে চলে এসেছে।

ক্লাবের ওপর আরোপিত ফিফার ট্রান্সফার ব্যান তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ক্লাবের আর্থিক সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বড় কোনো বিনিয়োগকারী না থাকায় নতুন দল গঠন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওই দিন উপস্থিত ছিলেন শেখ ওয়াসিম আকরম, গজল উজ জাফর ও বেলাল আহমেদ খান। প্রত্যেকেই ক্লাব-এর নানা দিক নিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

সাংবাদিকদের নানা প্রশ্ন উত্তর এর মাধ্যমে প্রেস কনফারেন্স অত্যন্ত সফল বলে মনে করা যেতে পারে।

ছবি : সুফল ভট্টাচার্য

Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-8 ● August 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

গুরু গম্ভীরের অগ্নিপরীক্ষা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় : বৃত্তটা কি সম্পূর্ণ হবে? নাকি বৃত্তটা শেষই হয়ে যাবে?

প্রশ্নটা উঠেছে। ঘুরছেও প্রবলভাবে। কিন্তু তিনি ঠিক কী ভাবছেন, তাঁর মনের অন্দরের দোলাচলটা ঠিক কোন পর্যায়ে, এখনও অজানা দুনিয়ার।

আদতে বোঝার উপায়ও নেই। কারণ, তিনি গৌতম গম্ভীর সচরাচর হাসেন না। গৌতমের মুখ সবসময় গম্ভীর। ক্রিকেট জীবন পার করে কোচিং, গুরু গম্ভীরের ইউএসপিই হল, হাসব না। মনের অন্দরের জানালা খুলে দেব না। যেন তিনি রাম গরুড়ের ছানা। সদাই যাদের হাসতে মানা!

২০২৪ সাল। আইপিএলের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন গম্ভীর। সেই বছরই তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি জিতে নেয় কেকেআর। আর আইপিএল খেতাব জয়ের পরই কেকেআর ছেড়ে গম্ভীর ঢুকে পড়েন ভারতীয় দলের সাজঘরে। হয়ে যান টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ। সেই দায়িত্বে তিনি এখনও রয়েছেন। কিন্তু আর কতদিন? প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে গম্ভীরের চুক্তি হয়েছিল ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত। মাস খানেক আগে সেই চুক্তি বেড়ে

ছবি : সংগৃহীত

হয়েছে ২০২৮ পর্যন্ত। কিন্তু গম্ভীর কি ততদিন পর্যন্ত থাকতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে?

ইতিমধ্যেই দলের 'সিনিয়র ক্রিকেটার হঠাও' অভিযানে নাম লিখিয়ে চূড়ান্ত বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন তিনি। গুরু গম্ভীরের ডানা ছাঁটাও শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। শুধু তাই নয়, শেষ দুই বছরে ঘরের মাঠে প্রথমে নিউজিল্যান্ড ও পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হতে চলেছে ভারতীয় দলকে। যা সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি। লাল বলের ক্রিকেটে তিনি দলকে সাফল্যের দিশা দিতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। সাদা বলের ক্রিকেটেও যে দারুণ সফল, এমন কথা বলা যাবে কি? জবাবে চলবে তুলকালাম বিতর্ক। কারণ, গম্ভীরের কোচিংয়ে এই তো কয়েক মাস আগে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি জয়ের নজিরও তো রয়েছে গুরু গম্ভীরের।

কিন্তু তারপরও কোচ হিসেবে গম্ভীরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। তাঁর ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল নিয়েও রয়েছে চর্চা। দল নির্বাচনে ক্রিকেটার বাছাইয়ের ব্যাপারেও গম্ভীরের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ রয়েছে। মেন্টরের ভূমিকায় শুধুমাত্র আইপিএল জয়ের পুরস্কার হিসেবে তিনি ভারতীয় দলের হেড স্যার হয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে কান পাতলে গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক অঙ্কের কথাও শোনা যায়। ২০২৪ সালে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর গম্ভীরের প্রথম সফর ছিল শ্রীলঙ্কায়। দুই বছর পর কোচ হিসেবে ফের শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। মাঝের সময়ে শুধু প্রেক্ষাপটটা বদলে গিয়েছে।

দুই বছর আগে গম্ভীর যখন কোচ হিসেবে রাবণের দেশে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের শেষ কথা। এখন আর এমনটা বলা যাবে না। গম্ভীরের সিংহাসন টলমল করছে। রাবণের দেশে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাতে পারলে ভালো, না হলে দুই টেস্টের সিরিজের পরই গম্ভীরের কোচিং কেরিয়ারে দাঁড়ি পড়ে যেতে পারে। তাঁর একাধিক সাপোর্ট স্টাফ ছাঁটাইয়ের পাশে রোহিত শর্মার একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর জল্পনায় বিসিসিআইয়ের রক্তচক্ষুর সামনে পড়েছেন গুরু গম্ভীর। তাছাড়া দলের ক্রিকেটারদের কাছেও কোচ গম্ভীরের প্রতি আস্থা, সমর্থন ও বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে বলে খবর। এমন অবস্থায় গলে ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট। তার আগে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ছয় উইকেটে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। কলম্বোর এনসিসি ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় কোচ গম্ভীরকে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় দেখিয়েছে। অধিনায়ক শুভমান গিল থেকে শুরু করে রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থদের মতো সিনিয়রদের সঙ্গে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে সখ্যতা তৈরির মরিয়া চেষ্টা করে চলেছেন গম্ভীর। কিন্তু সেই চেষ্টা কি সফল হবে? কারণ, ব্যাট হাতে কোচ গম্ভীর তো মাঠে নামতে পারবেন না। নামতে হবে শুভমানদেরই। লড়াইটা ভারতীয় ক্রিকেটারদেরই করতে হবে।

গুরু গম্ভীর শুধু সাজঘরে সাফল্যের মন্ত্র দেবেন। নিজের সিংহাসন বাঁচাতে গেলে নিজেকে নতুনভাবে ভাঙাগড়ার খেলায় নামতে হবে টিম ইন্ডিয়ার কোচকে। দুই বছরের আন্তর্জাতিক কোচিং কেরিয়ারে এই প্রথম এমন অগ্নিপরীক্ষার সামনে গুরু গম্ভীর, যেখানে সাফল্য ছাড়া পথ নেই। দ্বীপরাষ্ট্রে সিরিজ হার মানে গম্ভীরের চাকরি নিয়েই টানাটানি তো হবেই। সঙ্গে শুভমানদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালের পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

অগ্নিপরীক্ষায় কি সফল হতে পারবেন গুরু গম্ভীর? সফল হলে হয়তো এবার তিনি হাসবেনও।

সল্টলেকে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ফিটনেস পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সল্টলেকের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (SAI), সাই - এর সিন্থেটিক রানিং ট্র্যাকে ফিটনেস ও কন্ডিশনিং সেশনে নামে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল। দলের প্রধান কোচ মনোজ তিওয়ারি এবং সহকারী কোচ দত্তাত্রেয় মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে চলেছে সারাদিনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত অনুশীলন পর্ব। উপস্থিত ছিলেন দলের সাপোর্ট স্টাফের সদস্যরাও।

প্রসঙ্গতঃ আসন্ন মরসুমের জন্য ক্রিকেটারদের শারীরিকভাবে আরও শক্তপোক্ত করে তোলা ছিল এই বিশেষ সেশনের প্রথম ও প্রধান এবং মূল লক্ষ্য। সিন্থেটিক ট্র্যাকে সুতরাং ক্রিকেটারদের একাধিক দৌড় ও স্প্রিন্টের পাশাপাশি স্ট্যামিনা, গতি, ক্ষিপ্রতা এবং সহনশীলতা বাড়ানোর বিভিন্ন অনুশীলন নিয়ম মাফিক করানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রতিটি ড্রিল শেষ করা এবং অনুশীলনের সময় শরীরের

ভারসাম্য ও গতি বজায় রাখার উপর বিশেষ নজর ছিল কোচিং স্টাফের।

এদিকে, অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়ে ক্রিকেটারদের শারীরিক সক্ষমতার দিকে কড়া নজর রাখেন মনোজ ও দত্তাত্রেয়। তরুণ ক্রিকেটারদের ম্যাচের চাপ সামলানোর উপযোগী করে তুলতে ফিটনেসের পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতির শুরুতে তাই জোর দেওয়া হচ্ছে ফিটনেসে। সল্টলেকের এই কন্ডিশনিং সেশন সেই প্রস্তুতি-পর্বেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জাতীয় ক্রীড়া নতুন আইন কার্যকর করতে নির্দেশ ও বৈঠক সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্য ক্রীড়া দফতর নতুন ক্রীড়া আইন মেনে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নির্বাচন করার জন্য বাংলার ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫শে আগস্ট এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নতুন আইন মেনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। গত শনিবার অর্থাৎ ৯আগস্ট ক্রীড়ামন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খান এর পৌরোহিত্যেই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০শে জানুয়ারি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার এবং ২৮শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এই বিষয়ে দুটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেখানে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও রাজ্য অলিম্পিক সংস্থাকে নতুন জাতীয় ক্রীড়া আইন কার্যকর করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবিলম্বে তা কার্যকর করতে বরং নির্দেশ ও রয়েছে।

রাজনীতির স্থায়ী দলিল। প্রিন্ট এবং অনলাইন।

প্রথম সন্দেশ

স্বাধীনতা দিবসের দিন Website Launch.

লিঙ্ক: www.prathamsandesh.com

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com